



মাদ্রাসা নববিয়া পিচকুরি হতে

# রমযানের কিছু শিক্ষা

## প্রীতিভাজন মুসলিম ভাই!

শুরুতে আপনাকে ইসলামী অভিবাদন জ্ঞাপন করে বলি,

**‘আসসালা-মু আলাইকুম অরাহমাতুল্লা-হি অবারাকা-তুহা’**

একথা সর্বজনবিদিত যে, রমযান মাস প্রত্যেক মুসলিমের জন্য এমন এক শিক্ষালয়; যেখান হতে গ্রহণ করা হয় বহু বহু শিক্ষা, অনেক অনেক উপদেশ। এই রমযানে মুসলিম সংকর্মে, নেক আমল এবং তাতে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকার উপর নিজেকে প্রশিক্ষণ ও তরবিয়ত দিয়ে থাকে।

এই মূল্যবান দিনগুলো থেকে প্রাপ্ত কিছু শিক্ষা প্রসঙ্গে আপনাকে অবহিত করার উদ্দেশ্যে আমাদের সহিত অত্র প্রচার-পত্রের পঞ্জিক্তি কয়টি পাঠ করার প্রতি সাদর আহ্বান জানাচ্ছি। তবে এর প্রারম্ভে আপনার জন্য সেই দুআ ও প্রার্থনা করি যা আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের সাহাবাগণ একে অপরের জন্য করতেন, ‘তাক্বালাল্লাহু-হু মিন্না অমিনকুম’ (আল্লাহ আমাদের ও আপনাদের নিকট হতে নেক আমল কবুল করে নিন)। আমীন।

শিক্ষা ও উপদেশগুলো নিম্নরূপ :-

১- ধৈর্যই হল বেহেশুকামী পরহেয়গার মুসলিমদের সম্বল ও পাথের। সুতরাং রোযার মাসে যেমন আপনি আল্লাহ যা নিষিদ্ধ করেছেন তা হতে বিরত থাকার জন্য মনের খেয়াল খুশীর বিরুদ্ধাচরণ করেছেন, এই মাসে যেমন সহনশীলতা, ধৈর্যশীলতায় প্রতিযোগিতা ও আল্লাহর আনুগত্যের উপর নিজেকে টেনিং দিয়েছেন ঠিক অনুরূপ সকল সময়ে আপনার সকল আমল একই প্রকার হওয়া উচিত। সুতরাং অন্যান্য মাসেও আমল ও কর্ম করার সময় আপনার ভাবা উচিত যে, যেন এটাও রমযান মাস। (যেহেতু সকল মাসের প্রভু তো সেই একক আল্লাহই।)

২- প্রকাশ্য ও গোপন সকল কর্মে আল্লাহর প্রত্যক্ষ ও তীক্ষ্ণদর্শিতার কথা স্মরণে রাখা। এটি এমন এক মহান পর্যায় যাতে রোযাদারগণ পৌঁছে থাকে। তাইতো একান্ত সংগোপনে খাওয়ার সুযোগ লাভ হওয়া সত্ত্বেও তারা আল্লাহকে ভয় করে, এ বিষয়ে আল্লাহকে সবিশেষ অবহিত জেনে পানাহার থেকে বিরত থাকে। সুতরাং আপনার উচিত, আপনি যেখানেই থাকুন মনে সর্বদা আল্লাহর ভয় রাখুন।

৩- রমযানের পরেও নেক আমল একই নিয়মে নিয়মনিষ্ঠ হয়ে লাগাতার সম্পাদন করা। কারণ “আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা পছন্দনীয় আমল সেটাই যা যৎসামান্য হলেও অবিচ্ছিন্নভাবে লাগাতার করে যাওয়া হয়।” (বুখারী/৫৮৬১ নং, মুসলিম ৭৮২, ৭৮৩নং)

৪ - আল্লাহ অন্যান্য কিছু দিনের রোযা বিধিবদ্ধ করেছেন, আর কোন কোন দিনের রোযাকে অন্যান্য দিনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। অতএব (রমযানের পর) নফল রোযা রাখার সুযোগ হেলায় হারাবেন না; যেমন শওয়ালের ৬টি, প্রত্যেক মাসে ৩টি, প্রত্যেক সোম ও বৃহস্পতিবার, আরাফা ও আশুরা প্রভৃতি দিনে রোযা।

৫- প্রত্যেক রাত্রের কিয়দংশে (তাহাজ্জুদ) নামাযের অভ্যাসী হওয়াও আপনার উচিত। যেহেতু রাত্রের নামায কেবল রমযানেই সীমাবদ্ধ নয়। নতুবা নিদ্রা যাওয়ার পূর্বে বিত্র পড়তে আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের অসিয়ত বর্তমান।

৬- সদকা ও দান খয়রাত আল্লাহর গণ্য ও ক্রোধকে দূরীভূত করে, গোনাহ মোচন করে; যেমন পানি আগুনকে নির্বাপিত করে। সুতরাং আপনি আপনার অভাবগ্রস্ত ভাইদের ভুলে যাবেন না।

৭- অবশ্যই আল্লাহর অনুগ্রহ অসীম। অতএব আপনি কুরআন পাঠ করতে প্রয়াসী হন। যেহেতু কুরআন শরীফের একটি হরফ পাঠ করার বিনিময়ে লাভ হয় ১টি নেকী, ১টি নেকীকে ১০ থেকে ৭০০ তথা বহু গুণে বর্ধিত করা হয়। আর অবশ্যই যা পাঠ করবেন তা হৃদয়ঙ্গম করবেন ও বুঝবেন।

৮- এই মাসে সকল মসজিদের ইমাম ও মুসল্লীগণ তাঁদের অন্যান্য (বেনামাযী) ভাইদেরকে হেদায়াতপ্রাপ্ত হয়ে মসজিদে দেখে শতখুশী হয়েছেন, যারা রমযানভর পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায যথা নিয়মে আদায় করেছে, বরং তারা নিয়মিতভাবে তারাবীহ ও তাহাজ্জুদের নামাযও পড়েছে। পরন্তু তাঁদের আনন্দ আরো বৃদ্ধি হতে থাকে যদি ঐ ভায়েরা উক্ত অবস্থাতেই প্রতিষ্ঠিত থেকে যায়। (অর্থাৎ বার মাসই নামায পড়ে।) নচেৎ কিয়ামতে বান্দার নিকট থেকে অন্যান্য আমলের পূর্বে সর্বপ্রথম নামাযের হিসাব নেওয়া হবে। সুতরাং নামায সঠিক হলে তার অন্যান্য আমলও সঠিক বিবেচিত হবে। (নচেৎ না।)

৯- রমযানে বিভিন্ন ওয়ায-নসীহত শুনেন অনেকের কঠোর হৃদয় বিনম্র হয়েছে, বহু অজানা বিষয়ও জানা হয়ে গেছে; সুতরাং এবারে আমাদের উচিত, প্রত্যেক কল্যাণময় ও উপকারী বিষয়ে লাগাতার যত্ববান ও প্রয়াসী হওয়া, মন্দ ও অসৎ সংসর্গ পরিত্যাগ করা, আর সেই সৎ ও ভালোলোকদের সংসর্গ অবলম্বন করা যঁারা আমাদেরকে তাই শিক্ষা দিতে পারেন যা আমরা জানি না ও তাই স্মরণ করিয়ে দিতে পারেন যা আমরা ভুলে থাকি।

১০- নেক আমল বা কোনও সংকর্মে আল্লাহর দরবারে কবুল হওয়ার অন্যতম লক্ষণ এই যে, আমলকারী ঐ কর্মের পরে পুনরায় অন্যান্য সংকর্মে করে থাকে। সুতরাং রমযানের পর আপনার অন্যান্য নেক আমল করতে থাকা এই কথারই লক্ষণ যে, আপনার রোযা ও তারাবীহ আল্লাহ কবুল করেছেন।

পরিশেষে, আমরা আল্লাহ তায়ালার নিকট আবেদন জানাই যে, তিনি যেন আমাদের ও আপনাদের নিকট থেকে রোযা, তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ এবং অন্যান্য নেক আমল সমূহকে কবুল করে নিন। আর সমুন্নতি বিজয় ও শক্তির মাঝে আমাদের, আপনাদের ও মুসলিম জাতির নিকট ঐ রমযান পুনঃ ফিরিয়ে আনুন। নিশ্চয়ই তিনি বড় দানশীল, মহানুভব।

আসসালামু আলা নাবিয়্যিনা মুহাম্মাদ, অআলা আ-লিহী অসাহবিহী আজমাদিন।

মাদ্রাসা নববিয়া পিচকুরি-উক্ত হতে প্রচারিত

এ মাদ্রাসা আপনার পরামর্শ, দান ও দুআর একান্ত মুখাপেক্ষী।

সর্বপ্রকার সাহায্য পাঠাবার ঠিকানাঃ- পোঃ- পিচকুরি, জেলাঃ- বর্ধমান, পঃঃ, পিন নং ৭ ১৩ ১২৮